স্বালাতে মুবাশ্‌শির

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নামাযের নিয়মাবলি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

সিজদার যিক্‌র ও দুআ

সিজদায় গিয়ে মহানবী (ﷺ) এক এক সময়ে এক এক রকম দুআ পাঠ করতেন। তাঁর বিভিন্ন দুআ নিম্নরুপ:-

1. سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلٰى وَ بِحَمْدِهِ

উচ্চারণ:- সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ’লা অবিহামদিহ্‌।

অর্থ- আমি আমার সুমহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার। (আবূদাঊদ, সুনান , আহমাদ, মুসনাদ, দারাক্বুত্বনী, সুনান, বায়হাকী ২/৮৬, ত্বাবারানী, মু’জাম)

1. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণ:- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা,আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর। (বুখারী, মুসলিম)

1. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِي كُلَّهُ وَ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ

   উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী যামবী কুল্লাহ্‌, অদিক্কাহু অজিল্লাহ্‌, অআউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ্‌, অ আলা-নিয়্যাতাহু অসির্রাহ্‌।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গুনাহকে মাফ করে দাও। (মুসলিম, সহীহ ৪৮৩নং, আআহমাদ, মুসনাদ)

1. তাহাজ্জুদের নামাযের সিজদায় নিম্নের দুআগুলি পাঠ করা উত্তম।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ،

উচ্চারণ- সুবহা-কাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। (মুসলিম, সহীহ ৪৮৫নং, নাসাঈ, সুনান, আহমাদ, মুসনাদ)

1. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা আসরারতু অমা আ’লানতু।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। (নাসাঈ, সুনান ১০৭৬ নং,হাকেম, মুস্তাদরাক, ইবনে আবী শাইবা)

1. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিরিযা-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উক্বূবাতিক, অ আঊযু বিকা মিন্‌কা লা উহস্বী ষানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আষনাইতা আলা নাফসিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। (মুসলিম, ইবনে আবী শাইবা, সহিহ,নাসাঈ, সুনান ১০৫৩, ইবনে মাজাহ, সুনান ৩৮৪১ নং)

রুকূ ও সিজদাতে কুরআন পাঠ করতে মহানবী (ﷺ) নিষেধ করতেন এবং সিজদাতে অধিকাধিক দুআ করতে আদেশ করতেন। আর এ কথা রুকূর বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে। তিনি আরো বলতেন, “সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় তোমরা বেশী-বেশী করে দুআ কর।” (মুসলিম, সহীহ ৪৮২, আআহমাদ, মুসনাদ, বায়হাকী, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৪৫৬নং)

উল্লেখ্য যে, সিজদায় প্রার্থনামূলক দুআ করার জন্য ৪, ৬, ১০, ১১ ও ১২নং যিক্র পঠনীয়। এ ছাড়া কুরআনী দুআ বা অন্য কোন সহীহহাদীসের দুআ পাঠ করা দূষণীয় নয়। যেমন সিজদায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ হলেও দুআ হিসাবে কোন কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রার্থনা করা নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। (আলমুমতে’, শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৩/১৮৪-১৮৫)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2897

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন